

10 MINUTE
SCHOOL

বাংলা প্রথম পত্র

নবম-দশম শ্রেণি



নিমগাছ

বনফুল

লেখক-পরিচিতি

সমগ্র

তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ : বনফুলের গল্প, বনফুলের আরো গল্প, বাহুল্য, বিন্দুবিসর্গ, অনুগামিনী, তন্ত্রী, উর্মিমালা, দূরবীন ইত্যাদি। বাস্তবজীবনে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র উপাদান তাঁর গল্প ও উপন্যাসে নিপুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বনফুলের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো তৃণখণ্ড, কিছুক্ষণ, দ্বৈরথ, নির্মোক, সে ও আমি, জঙ্গম, অগ্নি ইত্যাদি। এছাড়াও বনফুলের কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, চতুর্দশপদী, জীবনী নাটক শ্রীমধুসূদন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তাঁর অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। বিভিন্ন পুরস্কারসহ তিনি পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি বনফুল কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।



লেখক-পরিচিতি

* ২*

✓ প্রকৃত নাম বলহিঁচাঁদ মুখোপাধ্যায় ^{কি} বিহারের পূর্ণিয়ার অন্তর্গত মণিহার গ্রামে ১৮৯৯ সালের ১৯শে জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডা. সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। বনফুল পূর্ণিয়ার সাহেবগঞ্জ।

ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিক, হাজারীবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে ১৯২০ সালে আই.এসসি এবং ১৯২৭ সালে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. পাস করেন। মেডিক্যাল অফিসার পদে চাকরির মাধ্যমে বনফুলের কর্মজীবন শুরু। ১৯১৮ সালে শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ-কবিতা ও প্যারোডি লিখে তাঁর সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ। 'প্রবাসী' পত্রিকায় তিনি একপাতা-আধপাতার গল্প লিখতেন। ^{১০/৭} গল্পগুলো আকারে ক্ষুদ্র, অথচ বক্তব্যে তাৎপর্যপূর্ণ।



শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ	টীকা
ছাল- বাকল।	এখানে নিমগাছের বাকল।
শিলে পেঁষা- শিল-পাটায় বাটা।	
অব্যর্থ – যা বিফল হবে না।	
পাতাগুলো খায়ও - নিমের কচিপাতা খেলে মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।	
শান দিয়ে বাঁধানো- এখানে ইট ও সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো বোঝাচ্ছে।	

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ	টীকা
কবিরাজ – যিনি গাছগাছালি পরিশোধন করে মনুষ্যরোগের চিকিৎসা করেন।	
কবি - যিনি কবিতা লেখেন।	
শিকড় অনেক দূর চলে গেছে- প্রতীকাত্মে বর্ণিত।	নিমগাছের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং চারিদিকে বিস্তৃতও হয়। লক্ষ্মী বউটার প্রতীক যেহেতু নিমগাছ সেহেতু নিমগাছের শিকড়ের সঙ্গে বউয়ের সংসারের জালে চারিদিকে আবদ্ধ হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) অদৃশ্যালোক (১৯৪৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'নিমগাছ' গল্প। এই গল্পের সংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যে লেখক বিপুল বক্তব্য উপস্থাপনের যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। নিমগাছের বর্ণনা, এর পাতা, বাকল, ছায়ার ইত্যাদির বাহ্যিক উপকারিতা কবিতার মতো বর্ণনা করা হয়েছে এই গল্পে। কবিরাজ তার চিকিৎসার কাজে, সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নিমগাছকে অনবরত ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কেউ এই গাছের সামান্যও যত্ন নেয় না। একজন কবি একদিন নিমগাছের গুণ ও রূপের প্রশংসা করে। নিমগাছের ভালো লাগে ঐ লোককে এবং সে তার সঙ্গে চলে যেতে চায়। কিন্তু মাটির গভীরে তার শিকড়। গাছটি যেতে পারে না। আসলে গাছ তো চলতে পারে না। এটি একটি প্রতীকী গল্প। এই গল্পের ম্যাজিক বাক্য হলো শেষটি, যেখানে লেখক পুরে দিয়েছেন সীমাহীন কথার আখ্যান।



পল্লিমাহিত্য

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

পল্লিমাহিত্য
শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রদ্ধাঞ্জলি

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।
পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ!
কেউবা ভাজছে গরম তেলে।
খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে।
চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।
কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।
এমনি কাঁচাই ...
কিষা ভেজে বেগুন-সহযোগে।
যকূতের পক্ষে ভারি উপকার।



সিদ্ধান্ত

পল্লিসাহিত্য

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক ... দাঁত ভালো থাকে।
কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি
হন।

বলে- 'নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না।'
কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।

আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।✓

শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ- সে আর-এক আবর্জনা।

হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এলো।

মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না,পাতা
ছিড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।



পল্লিসাহিত্য

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

বলে উঠল,- 'বাহ, কী সুন্দর পাতাগুলি...কী রূপ ! থোকা-থোকা ফুলেরই বা কী বাহার...একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাহ-

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তুপের মাধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মীবউটার ঠিক এক দশা। → ✖✖✖



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিমগাছের ছাল নিয়ে লোকজন কী কাজে লাগায়?

- | | |
|---|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ক. সিদ্ধ করে খায় | খ. ভিজিয়ে খায় |
| গ. শুকিয়ে খায় | ঘ. রান্না করে খায় |

২। বাড়ির পাশে গজালে বিজরা খুশি হয় কেন?

- | | |
|-----------------------------|---|
| ক. এটা দেখতে সুন্দর | <input checked="" type="checkbox"/> খ. এটা উপকারি |
| গ. এটা <u>পরিবেশ-বান্ধব</u> | ঘ. এটা আকারে ছোট |

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

গফুরের প্রিয় ষাড় মহেশ। প্রায় আট বছর প্রতিপালন করে সে এখন বুড়ো হয়েছে। গফুর সাধ্যমতো তার যত্ন নেয়। পরিবারের কেউ মহেশকে চায় না। কিন্তু গফুর সন্তানস্নেহে তাকে লালন করে। নিজের খাবার না খেয়ে ঘরের চাল পেড়ে মহেশকে খেতে দেয়।

৩। উদ্দীপকে মহেশ-এর সাথে যদিও দিয়ে 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউয়ের সাদৃশ্য করা যায়-

i. অবদানে

ii. প্রয়োজনীয়তায়

iii. পরোপকারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

গ. ii ও iii

খ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

রহিমদের বাড়িতে দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ কাজ করছে আকলিমা খাতুন। এক কথায় সে তাদের সংসারটা শুধু বাঁচিয়ে রেখেছে তা নয় বরং তাদের সমৃদ্ধির মূলে তার অবদান সীমাহীন। বয়সের ভারে আজ সে অক্ষম হয়ে বিদায় নিতে চায়। কেননা তার পক্ষে এখন আর গতর খাটানো অসম্ভব। তার এ প্রস্তাবে রহিম বলে, ‘আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। জীবনের বাকি সময়টুকু আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে কাটাবেন’।

ক. চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ কোনটি?

খ. নিমগাছটি না কাটলেও কেউ তার যত্ন করে না কেন?

গ. উদ্দীপকের আকলিমার সাথে ‘নিমগাছ’ গল্পের লক্ষ্মী বউয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর।

ঘ. উদ্দীপকটি ‘নিমগাছ’ গল্পের সমগ্রভাবকে নয় বরং বিশেষ একটা দিককে তুলে ধরে- যুক্তিসহ প্রমাণ কর।

নবম-দশম শ্রেণি

বাংলা প্রথম পত্র

সেইদিন এই মার্চ

জীবনানন্দ দাশ

কবি-পরিচিতি

জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালে বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সত্যানন্দ দাশ, মাতা কুসুমকুমারী দাশ। কুসুমকুমারী দাশও ছিলেন একজন স্বভাবকবি। জীবনানন্দ দাশ বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল, ব্রজমোহন কলেজ ও কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভের পর তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন এবং সুদীর্ঘকাল তিনি অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জীবনানন্দ দাশ প্রধানত আধুনিক জীবনচেতনার কবি হিসেবে পরিচিত।



কবি-পরিচিতি

*

বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে কবি নিমগ্নচিত্ত। কবির দৃষ্টিতে বাংলাদেশ এক অনন্য রূপসী। এ দেশের গাছপালা, লতাগুল্ম, ফুল-পাখি তাঁর আজন্ম প্রিয়। তার রচিত গ্রন্থ : ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, কবিতার কথা, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা, মাল্যবান, সুতীর্থ ইত্যাদি। ১৯৫৪ সালের ১৪ই অক্টোবর জীবনানন্দ দাশ কলকাতায় এক ট্রাম-দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ২২শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।



শব্দার্থ ও টীকা

~~সেইদিন এই মাঠ ... কবে আর ঝরে~~ - জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির কবি।
প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্য তার কবিতার মৌলিক প্রেরণা। তিনি জানেন
বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যেও প্রকৃতি তাঁর রূপ-রস-গন্ধ কখনই হারিয়ে
ফেলবে না। তিনি যখন থাকবেন না তখনও প্রকৃতি তার অফুরন্ত এশ্বর্য
নিয়ে মানুষের স্বপ্ন-সাপ্ন ও কল্পনাকে তৃপ্ত করে যাবে। আলোচ্য অংশে
কবি প্রকৃতির এই মাহাত্ম্যকে গভীর তৃপ্তি ও মমত্বের সঙ্গে উপস্থাপন
করেছেন।



শব্দার্থ ও টীকা

আমি চলে যাব বলে ... লক্ষ্মীটির তরে - পৃথিবীতে কেউই চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেক মানুষকেই এক সময় চলে যেতে হয়। কিন্তু শিশিরের জলে চালতা ফুল ভিজে যে রহস্যময় সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় যুগ-যুগান্তে তার কোনো শেষ নেই। আর সেই শিশিরের জলে ভেজা চালতা ফুলের গন্ধের ঢেউ প্রবাহিত হতে থাকবে অনন্তকালব্যাপী। কবির এই বোধের মধ্যে প্রকৃতির এক শাস্বতরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেখানে লক্ষ্মীপেঁচাটির মমত্ব অনুভাবনাও ধরা দিয়েছে অসাধারণ এক তাৎপর্যে।



শব্দার্থ ও টীকা

এশিরিয়া ধুলো আজ ... - মানুষের গড়া পৃথিবীর অনেক সত্যতা বিলীন হয়ে গেছে। এশিরিয় ও ব্যাবিলনীয় সত্যতা এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু প্রকৃতি তার আপন বূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চিরকাল প্রাণময় থাকে। প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র গন্ধের আশ্বাদ মৃদুমন্দ কোলাহলের আনন্দ, তার অন্তর্গত অফুরন্ত সৌন্দর্য কখনই শেষ হয় না। কবিতাটিতে জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির এই চিরকালীন সৌন্দর্যকে বিস্ময়কর নিপুণতায় উপস্থাপন করেছেন।



পাঠ-পরিচিতি

সভ্যতা একদিকে যেমন ক্ষয়িষ্ণু অন্যদিকে চলে তার বিনির্মাণ।
মরণশীল ব্যক্তিমানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, কিন্তু প্রকৃতিতে থাকে
চিরকালের ব্যস্ততা। মার্চে থাকে চঞ্চলতা, চালতায়ূলে পড়ে শীতের
শিশির, লক্ষ্মীপেঁচকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মঙ্গলবার্তা, খেয়া নৌকা চলে
নদীনালাতে অর্থাৎ কোথাও থাকে না সেই মৃত্যুর রেশ। ফলে মৃত্যুতেই
সব শেষ নয়, পৃথিবীর বহমানতা মানুষের সাধারণ মৃত্যু রহিত করতে
পারে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মৃত্যু আছে কিন্তু এ জগতে সৌন্দর্যের
মৃত্যু নেই, মানুষের স্বপ্নেরও মরণ নেই।



সেইদিন এই মার্চ

জীবনানন্দ দাশ

সেই দিন এই মার্চ স্তব্ধ হবে নাকো জানি-

এই নদী নক্ষত্রের তলে

সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন –

সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!

আমি চলে যাব বলে

(চালতামূল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে

নরম গন্ধের চেউয়ে?



সেইদিন এই মার্চ

জীবনানন্দ দাশ

লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?

সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!

চারিদিকে শান্ত বাতি – ভিজে গন্ধ – মৃদু কলরব;

খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;

পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল; –

এশিরিয়া ধুলো আজ – বেবিলন ছাই হয়ে আছে।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'সেইদিন এই মার্চ' কবিতায় বর্ণিত ফুলের নাম কী?

ক. গোলাপ

খ. শিউলি

গ. চালতা

ঘ. কদম

২। "আমি চলে যাব" কবি কোথায় চলে যাওয়ার কথা বলেছেন?

ক. গ্রামে

খ. শহরে

গ. পরপারে

ঘ. বিদেশে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
তখন আমায় নাই বা তুমি ডাকলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা মনে রাখলে।

৩। উদ্দীপকে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে ?

☒ ক. সৌন্দর্য

গ. ঐশ্বর্য

খ. ঐতিহ্য

ঘ. আনন্দ

সৃজনশীল প্রশ্ন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কথাসাহিত্যে প্রকৃতিকে একটি জীবন্ত চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে 'পথের পাঁচালী' ও 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতি চিরকালের নবীনরূপে আবির্ভূত হয়েছে। অপু, দুর্গা এবং আরও অনেকে সেই চিরন্তন প্রকৃতির সন্তান। এরা যায়-আসে—থাকে না। কিন্তু প্রকৃতি চিরকালই নানা রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে বিরাজমান থাকে।

ক. কী ছাই হয়ে গেছে?

খ. 'পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের প্রকৃতি জানার সঙ্গে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবিতায় উল্লিখিত সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

10 MINUTE
SCHOOL

বাংলা প্রথম পত্র

নবম-দশম শ্রেণি

আমার পরিচয়

সৈয়দ শামসুল হক



কবি-পরিচিতি:

সৈয়দ শামসুল হক ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৫ সালে কুড়িগ্রাম শহরে
জন্মগ্রহণ করেন।

একসময় পেশায় সাংবাদিকতাকে বেছে নিলেও পরবর্তী সময়ে তিনি
সার্বক্ষণিক সাহিত্যকর্মে নিমগ্ন থেকে বৈচিত্র্যময় সম্ভারে বাংলা
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।



কবি-পরিচিতি:

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ অনেক সাহিত্য-পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : একদা এক রাজ্যে, বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা, অগ্নি ও জলের কবিতা, রাজনৈতিক কবিতা গল্প : শীত বিকেল, রক্তগোলাপ, আনন্দের মৃত্যু, জলেশ্বরীর গল্পগুলো ; উপন্যাস: বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ; নাটক : পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, নূরলদীনের সারাজীবন, ঈর্ষা; শিশুতোষ গ্রন্থ : সীমান্তের সিংহাসন।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।



শব্দার্থ ও টীকাঃ

Handwritten note: 'Handwritten' with a red arrow pointing to the word 'Handwritten'.

আলপথ- জমির সীমানার পথ।

চর্যাপদ- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-ঐতিহ্যের প্রথম নিদর্শন।

সওদাগরের ডিঙার বহর- মঙ্গলকাব্যে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যের কথা আছে।

✓ **কৈবর্ত বিদ্রোহ-** একাদশ শতক থেকে আনুমানিক (১০৭০-১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) মহীপালের বিরুদ্ধে অনন্ত-সামন্ত-চক্র মিলিত হয়ে যে বিদ্রোহ করেন তা-ই আমাদের ইতিহাসে কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে খ্যাত। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন কৈবর্ত সম্প্রদায়ের লোক। তাঁর নাম **দিব্য বা দিবোক**।

✓ **পালযুগ-** ~~৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে~~ ^{গোপাল} গোপালের রাজ্য শাসনের মধ্য দিয়ে বঙ্গে পালযুগের সূচনা হয়। তারপর চারশত বছর পাল বংশের রাজত্ব টিকে ছিল।

শব্দার্থ ও টীকাঃ

বরেন্দ্রভূমে সোনামসজিদ- বরেন্দ্রভূমে সোনামসজিদ বলতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত ছোট সোনামসজিদকে বোঝানো হয়েছে। বড় সোনামসজিদ ভারতের গৌড়ে অবস্থিত। হোসেন শাহের (রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) আমলে এই মসজিদটি নির্মিত হয়।

পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার- বর্তমান নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানায় পাহাড়পুর গ্রামে এই প্রাচীন বিহার অবস্থিত। ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় পাল রাজা শ্রী ধর্মপালদেব (রাজত্বকাল ৭৭৭-৮১০ খ্রি) এই বিশাল বিহার তৈরি করেছিলেন।

শব্দার্থ ও টীকাঃ

দেউল - দেবালয়

ইতিহাসে যারা বারোভুঁইয়া নামে পরিচিত তারা হলেন ঈশা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মণ মাণিক্য প্রমুখ;

কমলার দীঘি - মৈমনসিংহ গীতিকার একটি পালা;

মহয়ার পালা - মৈমনসিংহ গীতিকার একটি পালা;

হাজী শরীয়ত – হাজী শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রি.) মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার সামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ফুদিরাম – ফুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮ খ্রি.) মেদিনীপুর জেলার মৌবনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলবশত দুইজন ইংরেজ নারীকে হত্যা করেন। ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট এই মহান বিপ্লবীর ফাঁসির আদেশ কার্যকর হয়।

শব্দার্থ ও টীকাঃ

সূর্য সেন মাস্টার দা সূর্য সেন (১৮৯৩-১৯৩৪ খ্রি.) চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

জয়নুল- জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬ খ্রি.) কিশোরগঞ্জের কেন্দুয়া থানায় জন্মগ্রহণ করেন। 'শিল্পাচার্য' হিসেবে তিনি খ্যাত।

অবঠাকুর - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১ খ্রি.) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।

রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ - ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার অধিকারের জন্য এদেশের মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে ঢাকার রাজপথ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫ খ্রি.) ফরিদপুর জেলার (বর্তমান গোপালগঞ্জ) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

জয়বাংলা - মুক্তিযুদ্ধের সময়ে জাতীয় স্লোগান হিসেবে অসাধারণ এক প্রেরণা সঞ্চারী শব্দমালা। এই স্লোগান ঐক্য ও সংহতির প্রতীক।

পাঠ-পরিচিতি :

সৈয়দ শামসুল হকের ‘কিশোরের কবিতা সমগ্র’ থেকে ‘আমার পরিচয়’ শীর্ষক কবিতাটি সম্পাদিত আকারে চয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশ। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ও জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে আছে সমৃদ্ধ এক ইতিহাস।

✓ সৈয়দ শামসুল হক গভীর মমত্বের সঙ্গে কবিতার আঙ্গিকে চিত্রিত করেছেন সমৃদ্ধ সেই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পটভূমি।

✓ সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধ কবিদের সৃষ্ট চর্যাপদের মধ্যে বাঙালি জাতিসত্তার যে অসাম্প্রদায়িক জীবনদবোধের পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে – যুগে যুগে নানা আন্দোলন, বিপ্লব-বিদ্রোহ, আর মতাদর্শের বিকাশ হতে হতে আমরা এসে পৌঁছেছি আজকের বাংলায়।



পাঠ-পরিচিতি :

সৈয়দ শামসুল হক এই বিবর্তনের বিচিত্র বাঁক ও মোড় তাৎপর্যময় করে তুলেছেন। চাঁদসওদাগরের বাণিজ্য যাত্রা, কৈবর্তবিদ্রোহ, পালযুগের চিত্রকলা আন্দোলন, বৌদ্ধবিহারের জ্ঞানচর্চা, মুসলিম ধর্ম ও সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ, বারোভুঁইয়াদের উত্থান, ময়মনসিংহ গীতিকার জীবন,

তিতুমীর আর হাজী শরীয়তের বিদ্রোহ, রবীন্দ্র-নজরুলের কালজয়ী সৃষ্টি, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং পরিশেষে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশ - 'আমার পরিচয়' কবিতার মধ্যে এই বিপুল বাংলাদেশ অনবদ্যরূপ লাভ করেছে।



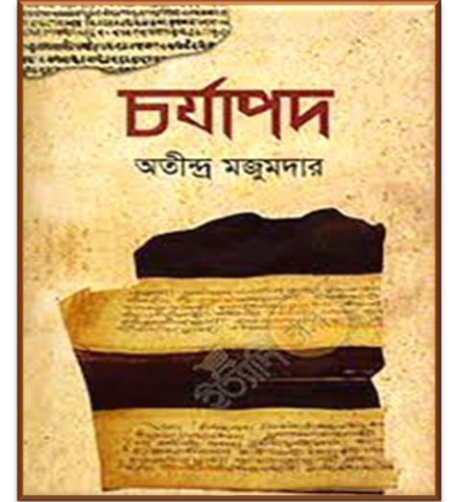
আমার পরিচয়

সৈয়দ শামসুল হক

আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে ~~সিংহাসিনা~~ হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, 'কোথাথেকে তুমি এলে?'

আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে।
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহরথেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে।
আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলারথেকে।

এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারথেকে।
এসেছি বাঙালি জোড়বাংলার মন্দির-বেদিথেকে।



এসেছি বাঙালি বরেন্দ্রভূমে সোনা মসজিদথেকে।
আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারো ভুঁইয়ারথেকে।
এসেছি বাঙালি আউল- বাউল মাটির দেউল থেকে।
আমি তো এসেছি 'কমলার দীঘি', 'মহুয়ার পালা' থেকে।
আমি তো এসেছি তিতুমীর আর হাজী শরীয়ত থেকে।
আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণারথেকে।
এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেনেরথেকে।
এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুরথেকে।
এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথথেকে।
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।



এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথথেকে।

এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।
আমি যে এসেছি জয় বাংলার বঙ্গকণ্ঠ থেকে।
আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।

আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।
এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে।
শুধাও আমাকে 'এতদূর তুমি কোন্ প্রেরণায় এলে?'
তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির বীজমন্ত্রটি শোন নাই –

একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজও একসাথে থাকবই –
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই।



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আমার পরিচয় কবিতায় উল্লেখিত পরিচয় দাও। নদীর সংখ্যা কত ?

ক. ১২০০

খ. ১৩০০

গ. ১৪০০

ঘ. ১৫০০

২। 'আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে' – এখানে 'চর্যাপদের অক্ষরগুলো' বলতে কবি
কী বুঝিয়েছেন ?

ক. অতীত ঐতিহ্য

খ. সংস্কৃতিক রূপ

গ. ঐতিহাসিক পটভূমি

ঘ. সাংস্কৃতিক পরিচয়

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

উপমহাদেশে শাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশপড়াতে গিয়ে জনাব মো: কামরুজ্জামান এর ধারাবাহিকত পাল, সেন,মোগল, পার্ঠান ইত্যাদি শাসকগোষ্ঠীর শাসনকাল, শাসন ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলেন। এ সময়কালের স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ বেশ কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেন।

৩। উদ্দীপকের সাথে ‘আমার পরিচয়’কবিতায় সাদৃশ্য রয়েছে –

- i. জাতিগত পরিচয়ের
- ii. ঐতিহাসিক পরিচয়ের
- iii. সাংস্কৃতিক বিবর্তন ধারার।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

উপমহাদেশে শাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশপড়াতে গিয়ে জনাব মো: কামরুজ্জামান এর ধারাবাহিকত পাল, সেন,মোগল, পার্ঠান ইত্যাদি শাসকগোষ্ঠীর শাসনকাল, শাসন ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলেন। এ সময়কালের স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ বেশ কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেন।

৪। এরূপ সাদৃশ্যের কারণ কী ?

ক. সামগ্রিকতা খ. পটভূমি

গ. ঐক্যসূত্র ঘ. ঐতিহ্য

পূর্ববর্তী বছরগুলোর এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা কিছু জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

জ্ঞান মূলক

- বাংলাদেশের শিল্পকলা আন্দোলনের পথিকৃৎ কে?
- বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কী?
- চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন?
- কৈবর্ত বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে হয়েছিল?

পূর্ববর্তী বছরগুলোর এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা কিছু জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

অনুধাবন মূলক

- "আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই- কবি এ কথা বলেছেন কেন?
- কবি বারো ভুইয়াদের প্রসঙ্গ এনেছেন কেন?
- বাঙালি জাতির বীজমন্ত বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

সৃজনশীল প্রশ্ন

ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে উপমহাদেশের মুক্তির জন্য মহাত্মা গান্ধী এক সময় এদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেন। নানাভাবে তাদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। এরই ধারাবাহিক ফসল স্বদেশী আন্দোলন, অহিংস আন্দোলন ইত্যাদি। কালের বিবর্তনে জন্ম পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্রের এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের।

ক. বৌদ্ধবিহার কোথায় অবস্থিত?

খ. আমি তো এসেছি 'কমলার দীঘি', 'মভয়ার পালা' থেকে' একথা দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার সাথে যেদিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র, পূর্ণচিত্র নয় যুক্তিসহ লেখ।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বৌদ্ধবিহার কোথায় অবস্থিত?

বৌদ্ধবিহার বর্তমান নওগা জেলার বদলগাছি থানায় পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত।

খ. আমি তো এসেছি 'কমলার দীঘি', 'মহুয়ার পালা' থেকে' একথা দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

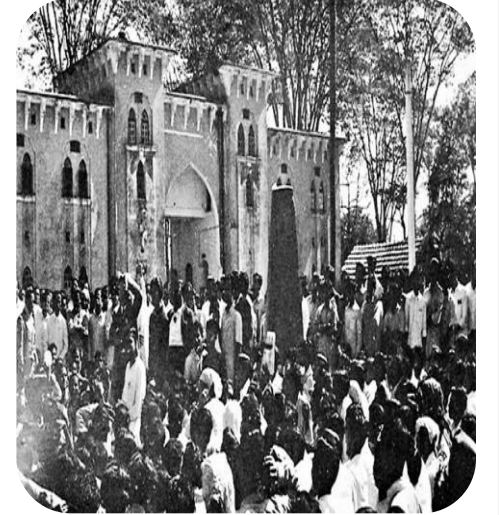
- আমি তো এসেছি 'কমলার দীঘি', 'মহুয়ার পালা' থেকে।" এ কথা দ্বারা কবি বাংলার সাংস্কৃতিক বিবর্তন ধারাকে বুঝিয়েছেন।
- 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি গভীর মমত্বের সঙ্গে কবিতার আঙ্গিকে চিত্রিত করেছেন আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পটভূমি।

- 'কমলার দীঘি', 'মহুয়ার পালা' মৈমনসিংহ গীতিকার দুটি পালা। এই পালাগুলোতে গ্রামীণ নর-নারীর সহজ-সরল প্রেমকাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। এতে নারীর মূল্য, মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, স্বাভাবিক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান। এক অপূর্ব সুন্দরী বেদেকন্যা মহুয়ার সঙ্গে বামনকান্দার জমিদার ব্রাহ্মণ যুবক নদের চাদের দুর্জয় প্রণয়কাহিনি অবলম্বনে 'মহুয়ার পালা' রচিত।

গ. উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার সাথে যেকোনো দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

- উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতায় প্রতিফলিত বিপ্লব-বিদ্রোহের মতাদর্শের দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- মূলত ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার শেষ সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লব, ১৯৩০ সালে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র যুদ্ধ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। এভাবে ইতিহাসের বহু অধ্যায় পার হয়ে, নানা সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে এদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

- উদ্দীপকে বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাবান জাতি-রাষ্ট্র গঠনে এদেশের মানুষকে স্বদেশপ্রেমে জাগ্রত করতে মহাত্মা গান্ধীর কৃতিত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একান্ত আপন করে নিয়ে, পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির জন্য সবাইকে উষ্মক করেছিলেন তিনি। তাঁর এ আহ্বান আলোচ্য 'আমার পরিচয়' কবিতার বিপ্লব-বিদ্রোহের মতাদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবিতায় কবি সৈয়দ শামসুল হক এদেশের অস্তমিত স্বাধীনতার সূর্যকে আবার উদয়ের পথে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের কথা বলেছেন।



তিনি কবিতায় বৌদ্ধ কবিদের সৃষ্ট চর্যাপদের মধ্যে বাঙালি জাতিসত্তার অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধের পরিচয়, যুগে যুগে নানা আন্দোলন, বিপ্লব-বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিকাশধারায় আজকের বাংলায় পৌঁছানোর কথা বলেছেন। সেই ধারায় মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনটি একটি শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ। এভাবে আলোচ্য বিষয়টি কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র, পূর্ণচিত্র নয় যুক্তিসহ লেখ।

“উদ্দীপকটি “আমার পরিচয়' কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র, পূর্ণচিত্র নয়।”- মন্তব্যটি যথার্থ।

বাঙালি জাতিসত্তার অতীত ঐতিহ্য আছে। তা এক দিনে বা একক কোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে আসেনি। ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির ধারাপ্রবাহে তার আগমন। এই ধারাপ্রবাহ ধরেই আমাদের সামগ্রিক সভা। এ কারণেই ঐতিহ্য সংলগ্ন এক স্বাধীন জাতি বলে নিজেদের পরিচয় দিতে আমরা গর্ববোধ করি।

উদ্দীপকে ব্রিটিশ শাসনের অবসানকল্পে এদেশের সাধারণ মানুষকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তুলতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এদেশের পতিত, চন্ডাল, ছোটলোকদের ভাই বলে বুকে টেনে নিয়ে তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর সাহস জুগিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। জনতাও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। জনতার সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ শাসকরা টিকতে পারেনি। গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে বিপ্লবের ধারাবাহিক চেতনাটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

যেখানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি আছে। এই বিষয়টি ছাড়াও কবিতায় চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রা, কৈবর্ত বিদ্রোহ, পালযুগের চিত্রকলার বিকাশ সাধন, বৌদ্ধবিহারের জ্ঞানচর্চা, মুসলিম ধর্ম ও সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ, বারো ভুঁইয়াদের উত্থান, মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রতিফলিত মানুষের জীবন, তিতুমীর হাজী শরীয়ত উল্লাহর বিদ্রোহ, রবীন্দ্র-নজরুলের কালজয়ী সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

‘আমার পরিচয়’ কবিতায় আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বাংলার স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ও জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার পশ্চাতের এক ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে, যা আলোচ্য উদ্দীপকে নেই। এমনকি ইঙ্গিতেও প্রকাশ পায়নি। ‘আমার পরিচয়’ কবিতার মধ্যে কবি এই বিপুল বাংলাদেশের অনবদ্য রূপটি তুলে ধরেছেন। তাই উদ্দীপকটি ‘আমার পরিচয়’ কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র, পূর্ণচিত্র নয়।



কল করুন

16910



ধন্যবাদ

